

কেআরসি টাইমস

স্টে এনরিচড



VOL. 1 বর্ষ ১ ◆ শিলচর, শুক্রবার, ৩০ অক্টোবর, ২০২৬ ইংরেজি ◆ ১৩ কার্তিক, ১৪৩৩ বঙ্গাব্দ ◆ www.krctimes/bangla

ISSUE-18 30th October 2026 ◆ Friday ◆ KRC TIMES Membership E-Copy East and NE India Edition ◆ Email : krctimes@gmail.com

আজকের সব তাজা ও গুরুত্বপূর্ণ খবর পেতে প্রতিদিন সন্ধ্যায় পড়ুন আমাদের ই-পেপার।

সাবস্ক্রিপশনের জন্য যোগাযোগ করুন : ৮৭২১৮৩৮৩১৩



অসমে অভিন্ন দেওয়ানি বিধি কার্যকরের প্রস্তুতি, ৮ সদস্যের কমিটি গঠন

রাষ্ট্রপতির অনুমোদনের অপেক্ষায় ২০২৬ সালের ইউসিসি বিল

গুয়াহাটি : অসমে অভিন্ন দেওয়ানি বিধি (ইউসিসি) কার্যকরের প্রস্তুতি আরও এক ধাপ এগোল। আইনটি বাস্তবায়নের প্রয়োজনীয় বিধি তৈরির জন্য আট সদস্যের কমিটি গঠন করেছে রাজ্য সরকার। বিজ্ঞপ্তি জারির দিন থেকে এক মাসের মধ্যে খসড়া বিধি জমা দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে কমিটিকে। সরকারি বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী, স্বরাষ্ট্র ও রাজনৈতিক দফতরের সচিব দেব প্রসাদ মিশ্রকে কমিটির চেয়ারম্যান করা হয়েছে।

কমিটির সদস্য হিসেবে রয়েছেন অর্থ দফতরের বিশেষ কমিশনার ও সচিব পার্থ প্রতিম মজুমদার, আইনসভা বিষয়ক দফতরের সচিব গীতাঞ্জলি ডি সাইকিয়া, সংখ্যালঘু কল্যাণ ও উন্নয়ন দফতরের সচিব ফরিদা সামসুল এবং অসমের ডিরেক্টর অব



প্রসিকিউশন মাখন ফুকন। এ ছাড়া স্বরাষ্ট্র ও রাজনৈতিক দফতরের অতিরিক্ত সচিব মৃদুল কুমার দাস এবং রেজিস্ট্রেশন বিভাগের সহকারী ইন্সপেক্টর জেনারেল মনজিৎ কে দাস কমিটিতে রয়েছেন।

ওই দফতরের উপসচিব তপাশ গুপ্ত সদস্য-সচিবের দায়িত্ব পালন করবেন। কমিটির প্রধান দায়িত্ব হবে অসম বিধানসভায় পাস হওয়া অভিন্ন দেওয়ানি বিধি বিল, ২০২৬ কার্যকরের জন্য প্রয়োজনীয় প্রশাসনিক ও আইনি বিধি তৈরি করা। খসড়া বিধি রাজনৈতিক (এ) দফতরে জমা দিতে হবে। বিধি তৈরির সময় সংশ্লিষ্ট দফতরগুলির মধ্যে সমন্বয় এবং আইনি দিকগুলি বিশেষভাবে খতিয়ে দেখার দায়িত্বও থাকবে কমিটির সদস্যদের।

উল্লেখ্য, গত মে মাসে অসম বিধানসভায় ইউসিসি বিল, ২০২৬ পাস হয়। বিলটি পাসের পর মুখ্যমন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মা জানিয়েছিলেন, প্রথমে রাজ্যপাল লক্ষ্মণ প্রসাদ আচার্যের অনুমোদনের জন্য পাঠানো হবে। পরে রাষ্ট্রপতি মুর্মুর সম্মতির জন্য কেন্দ্র সরকারের কাছে পাঠানো হবে বিলটি। বর্তমানে বিলটি রাষ্ট্রপতির অনুমোদনের অপেক্ষায় রয়েছে।

মেঘালয়ে এইচপিভি টিকাকরণে ভরাডুবি, হার মাত্র ৫.২ শতাংশ

শিলং : মেঘালয়ে জরায়ুমুখের ক্যানসার প্রতিরোধী এইচপিভি টিকাকরণের হার মাত্র ৫.২ শতাংশ। যোগ্য ৩৯,৭৯৬ জন কিশোরীর মধ্যে টিকা পেয়েছে ২,০৭৫ জন। বুধবার এই তথ্য জানান টিকাকরণ আধিকারিক বি আর মারাক। শিলংয়ে 'টিকা টক' কর্মসূচির সূচনায় তিনি বলেন, পিছিয়ে থাকা চারটি রাজ্যের মধ্যে রয়েছে মেঘালয়। উদ্যোগটির লক্ষ্য সচেতনতা বাড়ানো ও টিকাকরণে গতি আনা। পূর্ব খাসি হিলস ও রি-ভই জেলার চারটি ব্লকে কর্মসূচি চলবে। মারাকের মতে, টিকার নিরাপত্তা নিয়ে ভুল ধারণা, বন্ধ্যাত্বের আশঙ্কা, অভিভাবকদের সম্মতি এবং প্রত্যন্ত এলাকায় পরিষেবা পৌঁছনোর সমস্যা টিকাকরণের পথে বাধা। সরকারি কর্মসূচিতে ১৪ বছর বয়সি কিশোরীদের বিনামূল্যে টিকা দেওয়া হচ্ছে।

ভুটানের হিমবাহ বিপর্যয়, উত্তরবঙ্গ নিরাপদ : আশ্বস্ত করলেন শুভেন্দু

কলকাতা : ভুটানে হিমবাহ হ্রদের প্রাকৃতিক বাঁধ ভেঙে বন্যার আশঙ্কা তৈরি হলেও উত্তরবঙ্গ আপাতত বিপদমুক্ত বলে জানালেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। তিনি জানান, জলপাইগুড়ি ও আলিপুরদুয়ারে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রয়েছে। সংকোশ নদী বিপদসীমার নিচ দিয়ে বইছে। নিখোঁজ হওয়ার যে খবর পাওয়া গিয়েছিল, তারও নিষ্পত্তি হয়েছে। ৪৭ জনের সঙ্গেই যোগাযোগ করা সম্ভব হয়েছে এবং তাঁরা নিরাপদে রয়েছেন।

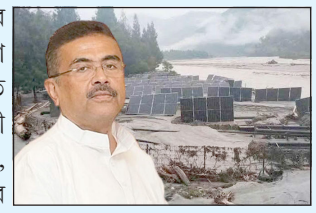

শুভেন্দু বলেন, ভোর চারটে পর্যন্ত পুলিশ সুপার, মন্ত্রী ও বিধায়কেরা পরিস্থিতির উপর নজর রেখেছেন। নবান্নের নিয়ন্ত্রণকক্ষের সঙ্গেও যোগাযোগ রাখা হয়েছিল। তাঁর বক্তব্য, সময়মতো সতর্কতা ও প্রশাসনিক তৎপরতার ফলেই বড় বিপদ এড়ানো গিয়েছে।

বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় উত্তর-পশ্চিম ভুটানের গাসা জেলায় হিমবাহ ধসে শিন্তাফু হ্রদের প্রাকৃতিক বাঁধ ভেঙে যায়। এর ফলে হড়পা বানের জল মফু নদী হয়ে সংকোশের দিকে নামতে শুরু করে। আপাতত উত্তরবঙ্গের বাসিন্দাদের আতঙ্কিত হওয়ার কারণ নেই বলে আশ্বস্ত করেছেন মুখ্যমন্ত্রী।

মণিপুরের আর্থিক সংকট, কেন্দ্রের কাছে বাড়তি অনুদান চাইলেন খেমচাঁদ

নয়াদিল্লি : আর্থিক সংকট মোকাবিলায় কেন্দ্রের কাছে অতিরিক্ত অনুদান চাইলেন মণিপুরের মুখ্যমন্ত্রী ওয়াই খেমচাঁদ সিং। বৃহস্পতিবার নয়াদিল্লির কর্তব্য ভবনে কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারমনের সঙ্গে বৈঠকে রাজ্যের আর্থিক পরিস্থিতি তুলে ধরে বিশেষ সহায়তার আবেদন জানান তিনি।



মুখ্যমন্ত্রী জানান, আর্থিক শৃঙ্খলা বজায় রাখতে একাধিক পদক্ষেপ করেছে রাজ্য সরকার। সরকারি কর্মচারী ও পেনশনভোগীদের বেতন-পেনশন প্রতি মাসের প্রথম কর্মদিবসেই মেটানো হচ্ছে। বিদেশি সহায়তাপুষ্ট প্রকল্প, কেন্দ্রীয় পৃষ্ঠপোষকতাধীন প্রকল্প এবং অন্যান্য উন্নয়নমূলক কর্মসূচির অগ্রগতিও বৈঠকে পর্যালোচনা করা হয়।

গত তিন বছরে রাজ্যের রাজস্ব আয় উল্লেখযোগ্যভাবে কমেছে বলে জানান খেমচাঁদ। আর্থিক ঘাটতি সামাল দিতে বিশেষ কেন্দ্রীয় সহায়তার পাশাপাশি রাজ্যগুলির মূলধনী বিনিয়োগে বিশেষ সহায়তা প্রকল্পের অধীনে অতিরিক্ত বরাদ্দ চান তিনি। সরকারি বিবৃতিতে জানানো হয়েছে, মণিপুরের আর্থিক পরিস্থিতির উন্নতিতে সম্ভাব্য সব ধরনের সহায়তার আশ্বাস দিয়েছেন নির্মলা।

দৈমারির মন্তব্য অনুপ চেতিয়ার আলফা নিয়ে, পরেশ বড়ুয়ার নয়

বিতর্কের মধ্যে বক্তব্যের ব্যাখ্যা দিলেন মুখ্যমন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব

তিনসুকিয়া : আলফা নিয়ে মন্ত্রিসভার সদস্য বিশ্বজিৎ দৈমারির মন্তব্য ঘিরে বিতর্কের মধ্যে তাঁর বক্তব্যের ব্যাখ্যা দিলেন অসমের মুখ্যমন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মা। বৃহস্পতিবার তিনি দাবি করেন, দৈমারির নিষিদ্ধ আলফা-স্বাধীনের প্রধান পরেশ বড়ুয়ার গোষ্ঠীকে নয়, অনুপ চেতিয়ার নেতৃত্বাধীন শান্তি-আলোচনাপন্থী আলফার কথা বলেছেন।



দু'দিনের তিনসুকিয়া সফরের দ্বিতীয় দিনে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, দৈমারির সঙ্গে কথা বলেই তিনি বিষয়টি নিশ্চিত হয়েছেন। তাঁর কথায়, আমি বিশ্বজিৎ দৈমারিকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম। তিনি বলেছেন, অনুপ চেতিয়ার গোষ্ঠীর কথা বলেছেন, পরেশ বড়ুয়ার নয়। মুখ্যমন্ত্রী জানান, অনুপ চেতিয়ার নেতৃত্বাধীন গোষ্ঠী ২০২৩ সালের ডিসেম্বরে কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের সঙ্গে শান্তি চুক্তি স্বাক্ষর করেছে। তাই সেটি আর নিষিদ্ধ সংগঠন নয়। তবে পরেশ বড়ুয়ার আলফা-স্বাধীন এখনও নিষিদ্ধ।

কাকোপথারের এক অনুষ্ঠানে দৈমারির মন্তব্যের পরই বিতর্কের সূত্রপাত। আলফা গঠনে মোরান ও মাতক সম্প্রদায়ের অবদানের কথা বলতে গিয়ে তিনি মন্তব্য করেন, আলফার কারণে অসমের গায়ে কেউ হাত দিতে পারেনি। এর প্রতিবাদে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহকে চিঠি লেখেন অসম প্রদেশ কংগ্রেস নেত্রী মীরা বরঠাকুর। তাঁর প্রশ্ন, একজন দায়িত্বশীল মন্ত্রী কীভাবে নিষিদ্ধ সশস্ত্র সংগঠনের প্রশংসা করতে পারেন? এ ধরনের মন্তব্য তরুণদের নিষিদ্ধ সংগঠনের প্রতি আকৃষ্ট করতে পারে বলেও আশঙ্কা প্রকাশ করেছে কংগ্রেস। ফলে আলফার দুই গোষ্ঠীর পৃথক অবস্থান ও আইনি মর্যাদা নিয়ে রাজনৈতিক বিতর্ক তীব্র হয়েছে।

সিয়াং প্রকল্পের প্রতিবাদ ঘিরে হিংসা, ৪ জনের বাড়িতে তল্লাশির অনুমতি চাইল পুলিশ

ইটানগর : অরুণাচলের প্রস্তাবিত সিয়াং আপার মাল্টিপারপাস প্রকল্পবিরোধী আন্দোলন ঘিরে হিংসার তদন্তে চারজনের বাড়িতে তল্লাশির অনুমতি চাইল পুলিশ। তাঁদের মধ্যে রয়েছেন দুই সমাজকর্মী, এক আইনজীবী ও এক সাংবাদিক। পূর্ব সিয়াং জেলার মুখ্য বিচারবিভাগীয় ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে আবেদন জমা দিয়েছেন তদন্তকারী আধিকারিক।

পুলিশের আবেদনে সংশ্লিষ্টদের পোশাক, মোবাইল ফোন, ডিজিটাল যন্ত্রপাতি এবং ছবি-ভিডিও সংরক্ষিত থাকতে পারে এমন সামগ্রী বাজেয়াপ্ত করার অনুমতি চাওয়া হয়েছে। ২৩ অক্টোবর পাসিঘাটে প্রকল্পবিরোধী আন্দোলন ঘিরে হিংসা ছড়ায়। পুলিশের অভিযোগ, বিক্ষোভকারীদের একাংশ থানা, এনএইচপিসি কার্যালয় ও কয়েকটি বাড়িতে হামলা এবং ভাঙচুর চালায়।

এই ঘটনায় আটটি মামলা দায়ের হয়েছে। পুলিশ জানিয়েছে, ২৬ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে, তাঁদের মধ্যে পাঁচজন নাবালক। আরও ছয়জনকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য আটক করা হয়েছে। ১১,২০০ মেগাওয়াটের প্রকল্পটি নিয়ে স্থানীয়দের জমি, জীবিকা ও পরিবেশের ক্ষতির আশঙ্কায় দীর্ঘদিন ধরে বিরোধ চলছে।

কেআরসি টাইমস
স্টে এনরিচড

সম্পাদকীয়

শুক্রবার, ১৩ কার্তিক, ১৪৩৩ বঙ্গাব্দ, ৩০ অক্টোবর, ২০২৬ ইংরেজি

কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার চ্যালেঞ্জ পেরিয়ে নতুন কর্মসংস্থানের দিগন্ত খুলুক ভারত

প্রযুক্তির প্রতিটি বড় পরিবর্তনই কর্মসংস্থান হারানোর আশঙ্কা তৈরি করেছে। কিন্তু ইতিহাস বলছে, পুরনো কাজের অবসানের পাশাপাশি নতুন শিল্প, পেশা ও অর্থনৈতিক সম্ভাবনারও জন্ম দিয়েছে প্রযুক্তি। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার (এআই) যুগে ভারতের সামনে তাই চ্যালেঞ্জ শুধু প্রচলিত কর্মসংস্থান রক্ষা করা নয়, বরং শিক্ষা, দক্ষতা, উদ্ভাবন ও পরিকাঠামোর শক্তিতে ভবিষ্যতের কাজের জগৎ তৈরি করা।

প্রযুক্তিকে আটকে রাখা যায় না। প্রতিটি প্রযুক্তিগত বিপ্লবের সঙ্গে জড়িয়ে থাকে অনিশ্চয়তা, ভয় এবং জীবিকা হারানোর আশঙ্কা। এআইয়ের দ্রুত প্রসারেও সেই উদ্বেগ ক্রমশ বাড়ছে। বিশেষ করে তথ্য প্রক্রিয়াকরণ, গ্রাহক পরিষেবা, তথ্য এন্ট্রি, প্রাথমিক স্তরের প্রোগ্রামিং এবং ভাষা বিশ্লেষণের মতো কাজে মানুষের বিকল্প হয়ে উঠছে যন্ত্র। ফলে নতুন কর্মজীবনে প্রবেশ করতে চলা তরুণদের ভবিষ্যৎ নিয়ে প্রশ্ন তৈরি হওয়া স্বাভাবিক। তবে প্রযুক্তিকে কেবল চাকরি কেড়ে নেওয়ার হাতিয়ার হিসেবে দেখলে তার বৃহত্তর সম্ভাবনাকে উপেক্ষা করা হবে।

ইতিহাসে এমন আশঙ্কার নজির বহু। প্রায় আড়াই হাজার বছর আগে গ্রিক দার্শনিক সক্রেটিস মনে করেছিলেন, লেখার প্রচলন মানুষের স্মৃতিশক্তিকে দুর্বল করতে পারে। পরে ছাপাখানার আবির্ভাবেও সংশয় দেখা দিয়েছিল। শিল্পবিপ্লবের সময় যন্ত্রের ব্যবহার শ্রমিকদের জীবিকা বিপন্ন করবে বলে আশঙ্কা তৈরি হয়। বিংশ শতকে কম্পিউটারের প্রসার নিয়েও একই ভয় দেখা দিয়েছিল। অথচ ছাপাখানা জ্ঞানের প্রসার ঘটিয়েছে, শিল্পায়ন উৎপাদনের পরিসর বাড়িয়েছে এবং কম্পিউটার তথ্যপ্রযুক্তি ও ডিজিটাল পরিষেবার মতো নতুন কর্মক্ষেত্র তৈরি করেছে। ভারতের তথ্যপ্রযুক্তি শিল্প তার উল্লেখযোগ্য উদাহরণ।

কেরলের অভিজ্ঞতাও তাৎপর্যপূর্ণ। আশির দশকে কম্পিউটার চালুর প্রতিবাদে বামপন্থী শ্রমিক সংগঠনগুলি আন্দোলনে নেমেছিল। আশঙ্কা ছিল, কম্পিউটার বহু মানুষের কাজ কেড়ে নেবে। আজ সেই কম্পিউটারই সরকারি দফতর, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান থেকে রাজনৈতিক দল;সর্বত্র অপরিহার্য। তবে ইতিহাসের এই উদাহরণগুলিকে প্রযুক্তিগত পরিবর্তনের নির্বিঘ্ন সাফল্য হিসেবে দেখা ঠিক নয়। প্রতিটি পরিবর্তনের ধাক্কা সামলাতে বহু শ্রমিককে আর্থিক ও সামাজিক সমস্যার মুখোমুখি হতে হয়েছে। অতএব প্রযুক্তির সুফল নিশ্চিত করার পাশাপাশি ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের সুরক্ষাও জরুরি।

এআইয়ের প্রসারেও নতুন কর্মসংস্থানের ক্ষেত্র তৈরি হচ্ছে। ডেটা সেন্টার পরিচালনা, সাইবার নিরাপত্তা, নেটওয়ার্ক ব্যবস্থাপনা, সেমিকন্ডাক্টর উৎপাদন, রোবট ও ড্রোন প্রযুক্তি এবং বিদ্যুৎ পরিকাঠামোয় দক্ষ কর্মীর চাহিদা বাড়বে। অ্যালগরিদম তৈরি, তথ্য ব্যবস্থাপনা ও প্রযুক্তির নৈতিক ব্যবহারেও নতুন পেশার সুযোগ রয়েছে। অর্থাৎ এআইয়ের অর্থনীতি শুধু সফটওয়্যার সংস্থায় সীমাবদ্ধ থাকবে না; উৎপাদন, পরিবহণ, নির্মাণ ও পরিষেবা ক্ষেত্রেও তার প্রভাব বিস্তৃত হবে।

ভারতের সামনে এই সম্ভাবনাকে কাজে লাগানোর মতো ভিত্তি রয়েছে। তথ্যপ্রযুক্তি ও ডিজিটাল পরিষেবায় আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে দেশের অভিজ্ঞতা উল্লেখযোগ্য। সেই শক্তিকে কাজে লাগিয়ে এআই গবেষণা, দেশীয় উৎপাদন, স্টার্টআপ এবং উন্নত ডিজিটাল পরিকাঠামোয় বিনিয়োগ বাড়াতে হবে। প্রয়োজন নির্ভরযোগ্য বিদ্যুৎ, দ্রুত যোগাযোগ ব্যবস্থা, তথ্যের নিরাপত্তা এবং গবেষণার অনুকূল পরিবেশ। বিদেশি বিনিয়োগের পাশাপাশি দেশীয় সংস্থা ও ক্ষুদ্র উদ্যোগগুলিকেও নতুন প্রযুক্তিনির্ভর অর্থনীতির অংশ করে তোলা জরুরি।

সবচেয়ে বড় দায়িত্ব শিক্ষা ও দক্ষতা উন্নয়নের। স্কুল স্তর থেকেই ডিজিটাল শিক্ষা এবং গণনামূলক চিন্তার অভ্যাস গড়ে তুলতে হবে। বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যক্রমে এআই-সংক্রান্ত জ্ঞান যুক্ত করার পাশাপাশি ব্যবহারিক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা প্রয়োজন। যাঁদের কাজ স্বয়ংক্রিয় ব্যবস্থার কারণে বিপন্ন হতে পারে, তাঁদের পুনঃপ্রশিক্ষণ ও নতুন দক্ষতা অর্জনের সুযোগ দিতে হবে। শুধু প্রযুক্তি ব্যবহার শেখানো নয়, প্রযুক্তির সাহায্যে নতুন সমস্যার সমাধান করার ক্ষমতা তৈরি করাই হবে শিক্ষার লক্ষ্য।

সরকারকে নিশ্চিত করতে হবে, এআইয়ের সুফল যেন কেবল কয়েকটি বড় সংস্থার মধ্যে সীমাবদ্ধ না থাকে। কৃষক, ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী, গ্রামীণ উদ্যোগ এবং সাধারণ মানুষও যাতে এর সুবিধা পান, সেই ব্যবস্থা করতে হবে। একই সঙ্গে কাজ হারানো মানুষের জন্য সামাজিক সুরক্ষা ও পুনর্বাসনের কার্যকর নীতি প্রয়োজন।

ইতিহাসের শিক্ষা প্রযুক্তির অন্ধ বিরোধিতা নয়, আবার নিঃশর্ত আত্মসমর্পণও নয়। প্রয়োজন সচেতন অভিযোজন এবং দূরদর্শী পরিকল্পনা। এআই কিছু প্রচলিত পেশার চাহিদা কমাবে, আবার নতুন কর্মক্ষেত্রও তৈরি করবে। এই পরিবর্তনে ভারত কতটা লাভবান হবে, তা নির্ভর করবে আজকের শিক্ষা, দক্ষতা, গবেষণা ও পরিকাঠামোয় বিনিয়োগের উপর।

ব্রিকস সংসদীয় ফোরাম: শান্তি ও ন্যায়ভিত্তিক বিশ্বব্যবস্থা গড়ার অঙ্গীকার

ললিত গর্গ

যুদ্ধ, আঞ্চলিক সংঘাত, অর্থনৈতিক অনিশ্চয়তা, সন্ত্রাসবাদ, বাণিজ্যিক টানাপোড়েন এবং জলবায়ু পরিবর্তনের মতো বহুমুখী সংকটে আজ বিশ্ব বিপর্যস্ত। এই পরিস্থিতিতে আন্তর্জাতিক সহযোগিতার প্রয়োজনীয়তা আগের যে কোনও সময়ের তুলনায় অনেক বেশি। তবে সহযোগিতার সাফল্য শুধু কূটনৈতিক ঘোষণা কিংবা আনুষ্ঠানিক প্রতিশ্রুতিতে সীমাবদ্ধ থাকলে চলবে না। সাধারণ মানুষের জীবনে কতটা ইতিবাচক পরিবর্তন আনা সম্ভব হচ্ছে, তার উপরই নির্ভর করবে তার প্রকৃত সার্থকতা। এই প্রেক্ষাপটে ২০২৬ সালের ২৬ ও ২৭ অক্টোবর নয়াদিল্লির সংবিধান সদনে অনুষ্ঠিত দ্বাদশ ব্রিকস সংসদীয় ফোরাম আন্তর্জাতিক গণতান্ত্রিক সংলাপ, জনকেন্দ্রিক উন্নয়ন এবং বহুপাক্ষিক সহযোগিতাকে শক্তিশালী করার গুরুত্বপূর্ণ সুযোগ তৈরি করেছে।

ভারতের সভাপতিত্বে আয়োজিত এই ফোরাম একটি মৌলিক বার্তা সামনে এনেছে;বিশ্বের সমস্যার স্থায়ী সমাধান সংঘাত, আধিপত্য বিস্তার কিংবা সংকীর্ণ জাতীয় স্বার্থের মধ্যে নিহিত নয়। তার পথ খুঁজতে হবে আলোচনা, ঐকমত্য এবং যৌথ দায়িত্ববোধের মধ্য দিয়ে। উন্নয়নের প্রকৃত লক্ষ্যও কেবল অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি অর্জন নয়; প্রতিটি মানুষের মর্যাদা, নিরাপত্তা, সমান সুযোগ এবং সার্বিক কল্যাণ নিশ্চিত করাই হওয়া উচিত তার মূল উদ্দেশ্য।

লোকসভার স্পিকার ওম বিড়লা সংসদীয় সংলাপ, গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ এবং জনকল্যাণের উপর যে গুরুত্ব দিয়েছেন, তা বর্তমান বিশ্ব পরিস্থিতিতে বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। সংসদ গণতন্ত্রের প্রাণকেন্দ্র। এটি শুধু আইন প্রণয়নের প্রতিষ্ঠান নয়, মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষা, অভিযোগ, অধিকার এবং প্রত্যাশারও প্রতিনিধিত্ব করে। সংসদ সদস্যদের দায়িত্ব সরকারের সিদ্ধান্তে সম্মতি জানানোতেই শেষ হয় না। সরকারি নীতির পর্যালোচনা, জনস্বার্থের বিষয়গুলি তুলে ধরা এবং ক্ষমতাসীনদের জবাবদিহি নিশ্চিত করাও তাঁদের অন্যতম কর্তব্য।

বিভিন্ন দেশের নির্বাচিত প্রতিনিধিরা যখন একটি অভিন্ন মঞ্চে নিজেদের অভিজ্ঞতা ও ভাবনা বিনিময় করেন, তখন সংসদীয় গণতন্ত্রের শক্তি জাতীয় সীমানা অতিক্রম করে আন্তর্জাতিক জনকল্যাণের হাতিয়ার হয়ে উঠতে পারে। রাষ্ট্রীয় কূটনীতি সাধারণত সরকারের প্রতিনিধিদের মাধ্যমে পরিচালিত হলেও সংসদীয় আলোচনা সেখানে জনমতের প্রতিফলন এবং গণতান্ত্রিক জবাবদিহির নতুন মাত্রা যোগ করে। আন্তর্জাতিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রক্রিয়াকে আরও স্বচ্ছ ও জনমুখী করে তোলার ক্ষেত্রে এই উদ্যোগের গুরুত্ব অপরিসীম।

আজকের বিশ্বে একদিকে বিজ্ঞান, যোগাযোগ প্রযুক্তি এবং কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা মানবসভ্যতার সামনে অভূতপূর্ব সম্ভাবনার দরজা খুলে দিয়েছে, অন্যদিকে যুদ্ধ, অস্ত্র প্রতিযোগিতা, পারস্পরিক অবিশ্বাস এবং অর্থনৈতিক বৈষম্য ভবিষ্যৎ নিয়ে অনিশ্চয়তা বাড়াচ্ছে। তাই জাতীয় নীতিকে বৃহত্তর মানবকল্যাণ, শান্তি ও ন্যায়বিচারের লক্ষ্যের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ করে তোলার দায়িত্ব সংসদ সদস্যদেরও নিতে হবে। ব্রিকস সংসদীয় ফোরামের চারটি প্রধান স্তম্ভ;প্রাতিষ্ঠানিক স্থিতিশীলতা, উদ্ভাবন, সহযোগিতা এবং স্থায়ী উন্নয়ন;ভবিষ্যতের বিশ্বব্যবস্থার জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

প্রথমত, সংকটের সময়েও গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানগুলিকে কার্যকর, সক্ষম এবং জবাবদিহিমূলক রাখতে হবে। শক্তিশালী প্রতিষ্ঠান ছাড়া গণতন্ত্রের ভিত মজবুত হতে পারে না। দ্বিতীয়ত, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ও ডিজিটাল প্রযুক্তির ব্যবহার এমনভাবে পরিচালিত হওয়া প্রয়োজন, যাতে তা মানুষের ক্ষমতায়ন ঘটায়, নতুন বৈষম্য তৈরি না করে। প্রযুক্তির সুফল যদি কেবল কয়েকটি সংস্থার হাতে সম্পদ ও নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্রীভূত করে, তবে সেই অগ্রগতি বৃহত্তর সমাজের কাছে আশীর্বাদের পরিবর্তে সমস্যার কারণ হয়ে উঠতে পারে।

তৃতীয়ত, অর্থনৈতিক উন্নয়নের সঙ্গে পরিবেশ সংরক্ষণের ভারসাম্য বজায় রাখা অপরিহার্য। জলবায়ু পরিবর্তন কোনও একটি দেশ বা অঞ্চলের সমস্যা নয়। এর প্রভাব সীমান্ত মানে না। তাই এই সংকট মোকাবিলায় জ্ঞান, প্রযুক্তি, আর্থিক সম্পদ এবং দায়িত্বের ন্যায্য বণ্টন প্রয়োজন। উন্নত ও উন্নয়নশীল দেশগুলির মধ্যে সহযোগিতা ছাড়া জলবায়ু সংকটের কার্যকর সমাধান সম্ভব নয়। চতুর্থত, আন্তর্জাতিক সহযোগিতাকে ফলপ্রসূ করতে হলে নীতিগত প্রতিশ্রুতিকে বাস্তব পদক্ষেপে রূপান্তরিত করতে হবে। শুধু সম্মেলন, ঘোষণা কিংবা প্রস্তাব নয়, তার ভিত্তিতে কার্যকর আইন, নির্দিষ্ট কর্মসূচি এবং বাস্তবায়নের নির্ভরযোগ্য ব্যবস্থা গড়ে তোলাই হওয়া উচিত লক্ষ্য।

এই ফোরামের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ তাৎপর্য হল, আন্তর্জাতিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে গ্লোবাল সাউথ বা উন্নয়নশীল বিশ্বের কণ্ঠস্বরকে আরও জোরালো করার সম্ভাবনা। বিশ্বের বিপুলসংখ্যক মানুষ উন্নয়নশীল দেশগুলিতে বসবাস করেন। অথচ আন্তর্জাতিক আর্থিক ব্যবস্থা, বাণিজ্যনীতি এবং বহুপাক্ষিক প্রতিষ্ঠানগুলিতে তাঁদের প্রয়োজন ও আকাঙ্ক্ষা সবসময় যথাযথ গুরুত্ব পায় না।

খাদ্য নিরাপত্তা, সারের পর্যাপ্ত জোগান, সাশ্রয়ী জ্বালানি, ক্রমবর্ধমান ঋণের বোঝা এবং উন্নয়নমূলক কাজে প্রয়োজনীয় অর্থের অভাব লক্ষ লক্ষ মানুষের জীবনকে প্রভাবিত করে। অথচ আন্তর্জাতিক নীতি নির্ধারণে অনেক সময় শক্তিশালী দেশগুলির স্বার্থই বেশি গুরুত্ব পায়। এই বাস্তবতায় ব্রিকস সদস্য দেশগুলির সংসদ সদস্যদের দায়িত্ব হল, উন্নয়নশীল সমাজের বাস্তব সমস্যা, অর্থনৈতিক সীমাবদ্ধতা এবং মানুষের মৌলিক প্রয়োজনকে বিশ্বব্যবস্থার আলোচনার কেন্দ্রে নিয়ে আসা।

ব্রিকসের সম্ভাবনা এখানেই। সদস্য দেশগুলির মধ্যে অর্থনৈতিক সহযোগিতা বাড়ানোর পাশাপাশি আন্তর্জাতিক আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলির সংস্কার, উন্নয়নশীল দেশগুলির স্বার্থরক্ষা এবং সম্পদের ন্যায্য বণ্টনের প্রশ্নে এই মঞ্চ কার্যকর ভূমিকা নিতে পারলে তার প্রভাব সম্মেলনের পরিসর ছাড়িয়ে বৃহত্তর বিশ্বে অনুভূত হবে।

এই প্রেক্ষাপটে ভারতের ভূমিকা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। গণতান্ত্রিক ঐতিহ্য, সামাজিক বৈচিত্র্য, উন্নয়নের অভিজ্ঞতা এবং আন্তর্জাতিক সহযোগিতার প্রতি অঙ্গীকার ভারতকে বিভিন্ন দেশের মধ্যে সেতুবন্ধন গড়ে তোলার সুযোগ দিয়েছে। ভারতের শক্তি শুধু অর্থনৈতিক সামর্থ্য কিংবা বিপুল জনসংখ্যায় সীমাবদ্ধ নয়। মতপার্থক্য থাকা সত্ত্বেও বিভিন্ন স্বার্থের মধ্যে সমন্বয় গড়ে তোলার গণতান্ত্রিক অভিজ্ঞতাও তার গুরুত্বপূর্ণ সম্পদ।

নয়াদিল্লিতে এই ফোরামের আয়োজন ভারতের সংসদীয় কূটনীতিকে নতুন গতি দেওয়ার সুযোগ তৈরি করেছে। তবে এই সুযোগের সঙ্গে দায়িত্বও জড়িয়ে রয়েছে। ব্রিকসের সহযোগিতা যেন কোনও একটি দেশের আধিপত্য প্রতিষ্ঠার মাধ্যম হয়ে না ওঠে। সদস্য ও সহযোগী দেশগুলির অভিন্ন স্বার্থ, পারস্পরিক সম্মান এবং সমান অংশগ্রহণের ভিত্তিতেই এই মঞ্চকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে।

ফোরামের উদ্বোধনী ভাষণে ওম বিড়লা ব্রিকসের সাফল্যকে আলোচনা থেকে বাস্তব ফলাফল তৈরির ক্ষমতার সঙ্গে যুক্ত করেছেন। তরুণ প্রজন্মের আকাঙ্ক্ষাকে অর্থবহ সুযোগের সঙ্গে যুক্ত করা এবং উন্নয়ন ও পরিবেশ সংরক্ষণকে পরস্পরের প্রতিদ্বন্দ্বী না করে পরিপূরক করে তোলার প্রয়োজনীয়তার উপরও তিনি গুরুত্ব দিয়েছেন। ভবিষ্যতের নীতি নির্ধারণে এই ভাবনাগুলির বিশেষ প্রাসঙ্গিকতা রয়েছে।

বিশ্বের তরুণ জনগোষ্ঠীকে মানসম্মত শিক্ষা, দক্ষতা অর্জনের সুযোগ, কর্মসংস্থান এবং উদ্ভাবনের পরিবেশ দেওয়া শুধু পৃথক রাষ্ট্রের দায়িত্ব নয়, আন্তর্জাতিক সহযোগিতারও গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্র। তরুণদের শক্তি ও আকাঙ্ক্ষাকে ইতিবাচক পথে পরিচালিত করতে না পারলে হতাশা, বঞ্চনা এবং বৈষম্য সামাজিক অস্থিরতার কারণ হয়ে উঠতে পারে। তাই শিক্ষা, প্রযুক্তি এবং কর্মসংস্থানকে কেন্দ্র করে সদস্য দেশগুলির মধ্যে অভিজ্ঞতা ও সম্পদ বিনিময় বাড়ানো প্রয়োজন। একইভাবে সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে সমন্বিত পদক্ষেপ এবং আন্তর্জাতিক আইনকে সম্মান করা এখন সময়ের অপরিহার্য দাবি।

মণিপুরে স্বাস্থ্যকর্মীদের উপর অর্থদাবি চার গুণ, বছরে ১৭ লক্ষ টাকা পর্যন্ত চাপের অভিযোগ

ইম্ফল : মণিপুরে জাতিগত সংঘর্ষের পর থেকে স্বাস্থ্যকর্মীদের উপর বিভিন্ন সংগঠন ও গোষ্ঠীর অর্থদাবি প্রায় চার গুণ বেড়েছে বলে অভিযোগ উঠেছে। সংঘর্ষের আগে বছরে যেখানে ৪-৫ লক্ষ টাকা দিতে হত, বর্তমানে সেই অঙ্ক বেড়ে ১৬-১৭ লক্ষ টাকায় পৌঁছেছে। এই আর্থিক চাপ, ভয়ভীতি ও জবরদস্তি বন্ধের দাবিতে বৃহস্পতিবার পথে নামলেন ইম্ফল পূর্ব জেলার মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিকের অধীন কর্মীরা। পরোমপতের সোইবাম লেইকাই এলাকার এসএওয়াইসি ময়দানে অবস্থান বিক্ষোভে যোগ দেন চিকিৎসক, নার্স, এএনএম, ল্যাবরেটরি টেকনিশিয়ান-সহ বিভিন্ন স্তরের স্বাস্থ্যকর্মীরা।

বিক্ষোভকারীদের অভিযোগ, ২০২৩ সালের ৩ মে জাতিগত সংঘর্ষ শুরু হওয়ার পর বিভিন্ন সংগঠন, নাগরিক সমাজের গোষ্ঠী এবং সশস্ত্র



সংগঠনের তরফে অর্থদাবি ও অনুদানের নামে তাঁদের উপর চাপ বাড়ানো হয়েছে। শুধু মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিকের দফতরেই নয়, বিভিন্ন স্বাস্থ্যকেন্দ্রেও একই ধরনের দাবি জানানো হচ্ছে। ফলে প্রত্যন্ত এলাকার কর্মীদের একাধিক দিক থেকে আর্থিক চাপ সামলাতে হচ্ছে। তাঁদের বক্তব্য, স্বাস্থ্য পরিষেবা চালিয়ে যাওয়ার পাশাপাশি এভাবে নিয়মিত অর্থ জোগানো ক্রমেই কঠিন হয়ে উঠছে। এতে বহু রোগীর পরিষেবা পাওয়াও কঠিন হয়ে উঠতে পারে।

স্বাস্থ্যকর্মী খাগেমবাম বিক্রমজিৎ সিং অভিযোগ করেন, বিভিন্ন ক্রীড়া প্রতিযোগিতা, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও মেলায় চিকিৎসা পরিষেবার দায়িত্ব পালন করলেও অতিরিক্ত পারিশ্রমিক দেওয়া হয় না। জেলা স্বাস্থ্য দফতরের এক আধিকারিকও আর্থিক বোঝা বৃদ্ধির বিষয়টি স্বীকার করেছেন। বিশেষ করে প্রত্যন্ত এলাকার মহিলা স্বাস্থ্যকর্মীদের নিরাপত্তা নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন তিনি।

বিক্ষোভকারীদের দাবি, অবিলম্বে অর্থদাবি, হুমকি ও ভয়ভীতি বন্ধে কার্যকর পদক্ষেপ করতে হবে। স্বাস্থ্যকর্মীদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার পাশাপাশি স্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলিকে চাপমুক্ত পরিবেশে কাজের সুযোগ দিতে হবে বলেও দাবি জানিয়েছেন তাঁরা।

ত্রিপুরায় ২১টি পুরসভার নির্বাচন, আজই নির্ঘণ্ট ঘোষণার সম্ভাবনা

আগরতলা : ত্রিপুরায় নগর স্থানীয় সংস্থাগুলির (ইউএলবি) নির্বাচন ঘিরে তৎপরতা তুঙ্গে। শুক্রবারই রাজ্য নির্বাচন কমিশন ভোটের নির্ঘণ্ট ঘোষণা করতে পারে বলে খবর। আগরতলা পুরনিগম-সহ রাজ্যের মোট ২১টি নগর স্থানীয় সংস্থায় নির্বাচন আয়োজনের প্রস্তুতি প্রায় শেষ পর্যায়ে।

রাজ্য নির্বাচন কমিশনার পি কে চক্রবর্তী জানিয়েছেন, বর্তমান নগর স্থানীয় সংস্থাগুলির মেয়াদ আগামী ৯ ডিসেম্বর শেষ হচ্ছে। ফলে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে নির্বাচন প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা প্রয়োজন। সেই লক্ষ্যেই কমিশন ইতিমধ্যে একাধিক প্রস্তুতিমূলক পদক্ষেপ করেছে। এদিকে, ভোট পরিচালনা সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ রাখতে বৃহস্পতিবার রিটার্নিং অফিসারদের শেষ পর্যায়ের প্রশিক্ষণের আয়োজন করে নির্বাচন কমিশন। নির্বাচনী নির্ঘণ্ট, রিটার্নিং অফিসারদের দায়িত্ব, ভোট পরিচালনার পদ্ধতি এবং নির্বাচন সংক্রান্ত বিভিন্ন নির্দেশিকা, আইন ও বিধি নিয়ে প্রশিক্ষণে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়।

কমিশনার জানান, নতুন দায়িত্বপ্রাপ্ত রিটার্নিং অফিসারদের নির্বাচনী প্রক্রিয়া সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা দেওয়া এবং অভিজ্ঞ আধিকারিকদের পূর্ব অভিজ্ঞতা আরও ঝালিয়ে নেওয়াই এই প্রশিক্ষণের উদ্দেশ্য। প্রস্তুতির অধিকাংশ কাজ সম্পন্ন হওয়ায় শুক্রবারের সম্ভাব্য নির্ঘণ্ট ঘোষণার পরই রাজ্যের ২১টি নগর স্থানীয় সংস্থার নির্বাচনী প্রক্রিয়া আনুষ্ঠানিকভাবে গতি পাবে।

উত্তর-পূর্বের পর্যটন প্রসারে তাওয়াংয়ে আন্তর্জাতিক মার্ট, ২২ দেশের প্রতিনিধি

তাওয়াং : উত্তর-পূর্ব ভারতের পর্যটন সম্ভাবনাকে আন্তর্জাতিক বাজারে তুলে ধরার লক্ষ্যে অরুণাচল প্রদেশের তাওয়াংয়ে শুরু হল ১৪তম আন্তর্জাতিক পর্যটন মার্ট। বৃহস্পতিবার থেকে শুরু হওয়া তিন দিনের এই সম্মেলনে আট রাজ্যের পর্যটন সংস্থা ও পরিষেবা প্রদানকারীদের পাশাপাশি ২২টি দেশের ৪৩ জন আন্তর্জাতিক পর্যটন ক্রেতা-সহ ২০০-রও বেশি প্রতিনিধি অংশ নিয়েছেন। কেন্দ্রীয় পর্যটন মন্ত্রকের উদ্যোগে আয়োজিত সম্মেলনের উদ্বোধন করেন কেন্দ্রীয় পর্যটন ও সংস্কৃতিমন্ত্রী গজেন্দ্র সিং শেখাওয়াত। উপস্থিত ছিলেন পর্যটন প্রতিমন্ত্রী সুরেশ গোপী এবং অরুণাচলের মুখ্যমন্ত্রী পেমা খান্ডু।

সম্মেলনের মূল লক্ষ্য উত্তর-পূর্বের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য, জনজাতীয় সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যকে আন্তর্জাতিক পর্যটন মানচিত্রে তুলে ধরা। পাশাপাশি পর্যটন বাণিজ্য সম্প্রসারণ, আন্তর্জাতিক অংশীদারিত্ব এবং আন্তঃরাজ্য পর্যটন সার্কিট গড়ে তোলার সম্ভাবনাও খতিয়ে দেখা হচ্ছে। সম্মেলনে অসম, অরুণাচল প্রদেশ, মণিপুর, মেঘালয়, মিজোরাম, নাগাল্যান্ড, সিকিম ও ত্রিপুরার পর্যটন সম্ভাবনা নিয়ে পৃথক উপস্থাপনা থাকবে। শুক্রবার কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর সভাপতিত্বে আট রাজ্যের পর্যটনমন্ত্রীদের বৈঠক হওয়ার কথা। পর্যটন পরিকাঠামোর উন্নয়ন ও রাজ্যগুলির মধ্যে সহযোগিতা বাড়ানোর বিষয়েও আলোচনা হবে।

আন্তর্জাতিক ও দেশীয় পর্যটন ক্রেতাদের সঙ্গে স্থানীয় পরিষেবা প্রদানকারীদের ব্যবসায়িক বৈঠকের মাধ্যমে নতুন বাণিজ্যিক চুক্তি ও পর্যটন প্যাকেজ তৈরির উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে সাংস্কৃতিক আয়োজনের পাশাপাশি 'নর্থ ইস্ট বাজার'-এরও সূচনা হয়।

ত্রিপুরায় প্রথম চা নিলাম কেন্দ্রের উদ্বোধন, কমবে খরচ বাড়বে চাষিদের আয় : মানিক সাহা

আগরতলা : ত্রিপুরার চা শিল্পকে নতুন দিশা দিতে রাজ্যে প্রথম চা নিলাম কেন্দ্রের উদ্বোধন করলেন মুখ্যমন্ত্রী মানিক সাহা। বৃহস্পতিবার আগরতলার গোরখাবস্তির পিএন কমপ্লেক্সে এই কেন্দ্র চালু হয়। এর ফলে চা পরিবহণ ও গুদামজাত করার খরচ কমার পাশাপাশি দ্রুত বিক্রি এবং স্বচ্ছ বৈদ্যুতিন নিলামের মাধ্যমে উৎপাদকরা চায়ের ন্যায্য দাম পাবেন বলে আশা করছে রাজ্য সরকার।

এতদিন ত্রিপুরার চা উৎপাদকদের কলকাতা ও গুয়াহাটির নিলাম কেন্দ্রের উপর নির্ভর করতে হত। ফলে পরিবহণ খরচ বাড়ত, পাশাপাশি বিক্রির টাকা পেতেও দীর্ঘ সময় অপেক্ষা করতে হত। নতুন কেন্দ্র চালু হওয়ায় এই সমস্যা অনেকটাই কমবে। এখানে চায়ের গুণমান পরীক্ষার পরীক্ষাগার, গুদাম এবং প্রয়োজনীয় সহায়ক পরিকাঠামো থাকবে। নতুন ব্যবস্থায় প্রতি কেজি চায়ে ৩ থেকে ৬ টাকা পর্যন্ত সাশ্রয় হতে পারে। বিক্রির পুরো প্রক্রিয়ায় সময়ও প্রায় ৪০ শতাংশ কমবে বলে জানানো হয়েছে।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ত্রিপুরার অর্থনৈতিক বিকাশের ইতিহাসে দিনটি স্মরণীয় হয়ে থাকবে। তাঁর দাবি, দেশের চা উৎপাদনকারী রাজ্যগুলির



মধ্যে ত্রিপুরা তৃতীয় এবং উত্তর-পূর্বাঞ্চলে দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে। রাজ্যে বছরে প্রায় ৭০ থেকে ১০০ লক্ষ কেজি চা উৎপাদিত হয়। রয়েছে ৫৪টি চা বাগান এবং ২,০০০ থেকে ২,৮০০ জন ক্ষুদ্র চা উৎপাদক।

নতুন কেন্দ্রের ফলে চা শ্রমিক, ক্ষুদ্র উৎপাদক এবং এই শিল্পনির্ভর হাজার হাজার পরিবার উপকৃত হবেন। চা শিল্পের পুনরুজ্জীবন, কর্মসংস্থান বৃদ্ধি এবং উৎপাদকদের নিজস্ব ব্র্যান্ড গড়ে তোলার ক্ষেত্রেও এই উদ্যোগ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেবে বলে আশা।

সীমান্তে টহল মানেই অনুপ্রবেশ নয়, পর্যটন নিয়ে উদ্বেগের কারণ নেই : পেমা খান্ডু

তাওয়াং : ভারত-চিন সীমান্তে সেনার নিয়মিত টহলকে অনুপ্রবেশ হিসেবে দেখা উচিত নয়। সীমান্ত পরিস্থিতির কারণে অরুণাচল প্রদেশের পর্যটন শিল্পেও কোনও নেতিবাচক প্রভাব পড়বে না বলে আশ্বস্ত করলেন মুখ্যমন্ত্রী পেমা খান্ডু। বৃহস্পতিবার তাওয়াংয়ে ১৪তম আন্তর্জাতিক পর্যটন মার্টের অবকাশে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে তিনি বলেন, সীমান্ত নিয়ে অযথা উদ্বেগের কারণ নেই। দেশের নিরাপত্তা ও ভৌগোলিক অখণ্ডতা রক্ষায় ভারতীয় সেনাবাহিনীর উপর তাঁর পূর্ণ আস্থা রয়েছে।



সীমান্তে উত্তেজনার কারণে পর্যটকরা রাজ্যে আসতে অনীহা দেখাতে পারেন কি না, এই প্রশ্নের জবাবে খান্ডু বলেন, ভারত ও চিনের মধ্যে সীমান্ত নিয়ে দীর্ঘদিনের মতপার্থক্য রয়েছে। বিশেষ করে পূর্বাঞ্চলে ম্যাকমোহন লাইনকে চিন স্বীকৃতি না দেওয়ায় মাঝেমধ্যে এই ধরনের পরিস্থিতি তৈরি হয়।

তাঁর কথায়, মাঝেমধ্যে এ ধরনের ঘটনা ঘটে। এদিক থেকেও সেনারা ওই দিকে টহল দেন, আবার ওদিক থেকেও টহল দেওয়া হয়। এটি সীমান্তে টহলের ঘটনা, অনুপ্রবেশ নয়। আর এটা নতুন কিছু নয়।

মুখ্যমন্ত্রীর বক্তব্য, দুই দেশের সেনার সীমান্তবর্তী এলাকায় টহলকে কেন্দ্র করে তৈরি পরিস্থিতিকে অনুপ্রবেশের ঘটনা বলে প্রচার করা ঠিক নয়। সীমান্তের নিরাপত্তা নিয়ে কোনও সংশয় থাকলে তা যথাযথভাবে মোকাবিলা করার দায়িত্ব সেনাবাহিনীর। সেনারা সেই দায়িত্ব পালন করছেন বলেও তিনি মনে করেন। তাই সীমান্ত পরিস্থিতি নিয়ে আতঙ্ক ছড়িয়ে রাজ্যের পর্যটন সম্ভাবনাকে ক্ষতিগ্রস্ত করা উচিত নয়। অরুণাচলের পর্যটন কেন্দ্রগুলি পর্যটকদের জন্য নিরাপদ এবং সেখানে যাতায়াত স্বাভাবিক রয়েছে বলেও বার্তা দেন তিনি।

উল্লেখ্য, ২৯ থেকে ৩১ অক্টোবর তাওয়াংয়ে আয়োজিত আন্তর্জাতিক পর্যটন মার্টে ২২টি দেশের ৪৩ জন পর্যটন ক্রেতা-সহ ২০০-রও বেশি প্রতিনিধি যোগ দিয়েছেন। পর্যটন মার্টে অংশগ্রহণকারীদের সামনে রাজ্যের বিভিন্ন পর্যটন আকর্ষণ ও পরিষেবাও তুলে ধরা হচ্ছে।

লামডিং-বদরপুর পাহাড়ি পথে রেল চলাচল স্বাভাবিক

শিলচর : শিলচর-গুয়াহাটি এক্সপ্রেসের ইঞ্জিন লাইনচ্যুত হওয়ার পর মেরামতির কাজ সম্পূর্ণ হওয়ায় লুমডিং-বদরপুর পাহাড়ি রেলপথে স্বাভাবিক হল ট্রেন চলাচল। বৃহস্পতিবার দুপুরে ক্ষতিগ্রস্ত রেললাইন ও ইঞ্জিন উদ্ধারের কাজ শেষ হওয়ার পর ওই পথে ফের ট্রেন চলাচল শুরু হয়েছে বলে জানিয়েছে উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেল। রেল সূত্রে জানা গিয়েছে, বৃহস্পতিবার ১৫৬১৬ নম্বর শিলচর-গুয়াহাটি এক্সপ্রেসের ইঞ্জিনের সামনের ট্রলিটি লাইনচ্যুত হয়। বদরপুর ও সুকৃতিপুর রেলস্টেশনের মধ্যবর্তী ১৬৬/৭ কিলোমিটার পয়েন্টে দুর্ঘটনাটি ঘটে। এলাকাটি উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলের লুমডিং ডিভিশনের অন্তর্গত। দুর্ঘটনায় কোনও যাত্রী হতাহত হননি। মেরামতির কাজ শেষ হওয়ার পর বদরপুর স্টেশন থেকে প্রথম ট্রেন হিসেবে ১৩১২৬ নম্বর সাইরাং-কলকাতা এক্সপ্রেস রওনা দেয়। দুপুর ২টা ৫০ মিনিটে ট্রেনটি বদরপুর ছাড়ে এবং ৩টা ৪ মিনিটে নিরাপদে দুর্ঘটনাগ্রস্ত অংশ অতিক্রম করে।

এবার ভুটানে হিমবাহ হ্রদ ভেঙে ভয়াবহ বন্যার আশঙ্কা

অসম ও পশ্চিমবঙ্গের একাধিক জেলায় সতর্কতা



থিম্পু : নেপালের ভয়াবহ হড়পা বানের স্মৃতি উসকে দিয়ে এবার ভুটানে হিমবাহ হ্রদ ভেঙে আকস্মিক বন্যার আশঙ্কা তৈরি হয়েছে। উত্তর-পশ্চিম ভুটানের গাসা জেলার একটি হিমবাহ ধসে শিন্তাফু হ্রদের প্রাকৃতিক বাঁধ ভেঙে যাওয়ায় বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা থেকে বিপর্যয় শুরু হয়। হিমবাহ হ্রদ ভেঙে বন্যা বা গ্লেসিয়াল লেক আউটবার্স্ট ফ্লাডের জেরে হ্রদের জল মফু নদী হয়ে সংকোশের দিকে নেমে আসছে। এর প্রভাবে ভুটানের পাশাপাশি অসম ও পশ্চিমবঙ্গের সীমান্তবর্তী এলাকাতেও বন্যার আশঙ্কা দেখা দিয়েছে। এখনও পর্যন্ত হতাহতের কোনও খবর পাওয়া যায়নি।

ভুটানের সংবাদমাধ্যমের খবর অনুযায়ী, বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় বাঁধ ভাঙার পর রাতের অন্ধকারে হড়পা বানের জল গাসা তশাচুর অঞ্চলে আছড়ে পড়ে। ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে এলাকার একাধিক ইমারত। তবে রাতেই বিপর্যয় ঘটায় ক্ষয়ক্ষতির পূর্ণ চিত্র এখনও স্পষ্ট নয়। শুক্রবার বেলা বাড়লে পরিস্থিতি সম্পর্কে বিস্তারিত জানা যেতে পারে বলে মনে করা হচ্ছে।

মফু নদীর উৎসস্থলে অবস্থিত শিন্তাফু হ্রদ ভুটানের চিহ্নিত ১৭টি সম্ভাব্য বিপজ্জনক হিমবাহ হ্রদের অন্যতম। এর আগে ২০২১ সালের ২৬ আগস্ট আকস্মিক বন্যায় গাসা সাচুর উষ্ণ প্রস্রবণ এলাকা সম্পূর্ণ ভেসে গিয়েছিল। সেই ঘটনায় ফুলেফেঁপে ওঠা মফু নদী গতিপথও বদলে ফেলেছিল। ফলে নতুন করে বাঁধ ভাঙার ঘটনায় স্থানীয় প্রশাসন ও বাসিন্দাদের উদ্বেগ বেড়েছে।

হিমবাহের বরফ গলে তৈরি হ্রদের প্রাকৃতিক বাঁধ দুর্বল হয়ে পড়লে অল্প সময়ের মধ্যে বিপুল জলরাশি নীচের দিকে ধেয়ে আসতে পারে। এ ধরনের বন্যায় নদীর স্বাভাবিক জলপ্রবাহ দ্রুত বেড়ে গিয়ে সেতু, রাস্তা, বসতি ও কৃষিজমির ক্ষতি হওয়ার আশঙ্কা থাকে। শিন্তাফু হ্রদের জল যে পথে নেমে আসছে, সেই মফু নদী পরে সংকোশের সঙ্গে যুক্ত হওয়ায় ভাটির দিকের জনপদগুলিও সতর্কতার মধ্যে রয়েছে। বিশেষজ্ঞদের মতে, এমন পরিস্থিতিতে নদীর জলস্তর ও প্রবাহের পরিবর্তন নিয়মিত পর্যবেক্ষণ জরুরি। তবে ঠিক কতটা জল নেমেছে এবং তার প্রভাব কতদূর বিস্তৃত হয়েছে, তা এখনও নিশ্চিত নয়।

পরিস্থিতির গুরুত্ব বুঝে ভুটান সরকার পশ্চিমবঙ্গ ও অসম প্রশাসনকে সতর্ক করেছে। সীমান্তবর্তী জেলাগুলিতে আকস্মিক বন্যার ঝুঁকি রয়েছে বলে জানানো হয়েছে। অসমের ধুবড়ি-সহ পাঁচটি জেলা এবং পশ্চিমবঙ্গের দার্জিলিং পাহাড়ি অঞ্চল, আলিপুরদুয়ার ও জলপাইগুড়িকে সতর্কতার আওতায় রাখা হয়েছে।

ইতিমধ্যে কোচবিহার জেলা প্রশাসন সংকোশ নদীর তীরবর্তী বাসিন্দাদের সতর্কবার্তা দিয়েছে। সমাজমাধ্যমে রাজ্যের মন্ত্রী নিশিথ প্রামাণিকও কোচবিহার, তুফানগঞ্জ এবং বসিরহাটের চা-বাগান ও নদী তীরবর্তী এলাকার বাসিন্দাদের নিরাপদ স্থানে সরে যাওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন।

১২ বছরে দারিদ্রসীমার উপরে প্রায় ৫০ কোটি!

মোদি সরকারের সাফল্য বিশ্বব্যাঙ্কের সমীক্ষায়



নয়াদিল্লি : প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির আর্থিক নীতি নিয়ে বিস্তর সমালোচনা হয়। মোদি জমানায় জিডিপি বৃদ্ধির হার, বেকারত্ব, মূল্যবৃদ্ধি, এসব নিয়ে লেখালেখিও কম হয়নি। বার বার মনমোহন সিংয়ের আমলের আর্থিক বৃদ্ধির সঙ্গে তুলনা করে প্রশ্নের মুখে দাঁড় করানো হয়েছে মোদি সরকারকে। কিন্তু বিশ্ব ব্যাঙ্কের রিপোর্ট বলছে প্রবল সমালোচিত মোদি জমানাতেই ভারতে তরতরিয়ে কমছে গরিবি।

বিশ্ব ব্যাঙ্কের সাম্প্রতিক রিপোর্টে দেশের আর্থিক অবস্থা নিয়ে একাধিক আশাপ্রদ পরিসংখ্যান দিয়েছে বিশ্বব্যাঙ্ক। সমীক্ষা বলছে ২০১১-১২ অর্থবর্ষ থেকে ২০২৩-২৪ অর্থবর্ষ পর্যন্ত এই ১২ বছরে ভারতে দারিদ্রসীমার ঊর্ধ্বে উঠেছে প্রায় ৪৯.৬ কোটি মানুষ। বিশ্বব্যাঙ্ক ২০২১ সালের রোজগার ও ক্রয়ক্ষমতার উপর ভিত্তি করে এই সমীক্ষা করেছে। সেই সমীক্ষা অনুযায়ী ভারতের দারিদ্র ২০১১ সালে যেখানে ৫৭.৭ শতাংশ মানুষ দারিদ্রসীমার নিচে ছিল সেখানে ২০২৩ সালে সেটা নেমে দাঁড়ায় ১৬.১ শতাংশ। যাঁদের দৈনিক রোজগার ৪.২০ ডলার অর্থাৎ প্রায় ৪০ টাকা তাঁদের আর দরিদ্র হিসাবে ধরা হবে না।

এই ১২ বছরে অতি দরিদ্রের সংখ্যা ২৭.১ শতাংশ থেকে কমে দাঁড়িয়েছে মাত্র ২.৬ শতাংশ। যাঁদের দৈনিক রোজগার ২৮৫ টাকার বেশি তাঁরা অতি দরিদ্রের শ্রেণিতে পড়ছেন না। দারিদ্রের সংখ্যা সার্বিকভাবে আশাপ্রদ হলেও গ্রামাঞ্চলে গরিবের সংখ্যাটা এখনও উদ্বেগের। গ্রামের দিকে এখনও গরিব মানুষের সংখ্যা প্রায় ১৯,৩ শতাংশ। যা শহরাঞ্চলের থেকে প্রায় ৮,৫ শতাংশ বেশি। দেশে ধনবৈষম্য নিয়ে এখনও উদ্বেগ রয়েছে। এখনও নিচুতলার ১০ শতাংশ মানুষের রোজগারের তুলনায় উপরতলার ১০ শতাংশ মানুষের রোজগার প্রায় ১৩ গুণ। বস্তুত, ইউপিএ জমানার শেষদিক থেকেই একেবারে প্রান্তিক শ্রেণির মানুষের কাছে সরাসরি সরকারি প্রকল্পের সুবিধা পাইয়ে দেওয়া শুরু হয়েছিল।

৪০ হাজার কোটি টাকায় ৮ যুদ্ধজাহাজ, অনুমোদন কেন্দ্রের

নয়াদিল্লি : ভারতীয় নৌবাহিনীর শক্তি বাড়াতে ৪০ হাজার কোটি টাকার প্রকল্পে অনুমোদন দিল কেন্দ্র। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির নেতৃত্বাধীন জাতীয় নিরাপত্তা সংক্রান্ত কমিটি আটটি পরবর্তী প্রজন্মের করভেট যুদ্ধজাহাজ নির্মাণের ছাড়পত্র দিয়েছে। কলকাতার গার্ডেন রিচ শিপবিল্ডার্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ার্স এবং গোয়া শিপইয়ার্ড লিমিটেড জাহাজগুলি তৈরি করবে। আগামী কয়েক দিনের মধ্যেই দুই রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থার সঙ্গে চুক্তি স্বাক্ষরের সম্ভাবনা রয়েছে। প্রায় ২,০০০ টন ওজনের এই স্টেলথ যুদ্ধজাহাজগুলির সর্বোচ্চ গতিবেগ হবে ঘণ্টায় প্রায় ৩০ নট। জলপৃষ্ঠ, জলের নিচে ও আকাশপথের হামলা মোকাবিলার পাশাপাশি উপকূলীয় প্রতিরক্ষা, সামুদ্রিক টহল, অনুসন্ধান ও উদ্ধার অভিযানেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেবে অত্যাধুনিক রণতরীগুলি।

ইজরায়েলে ত্রিশঙ্কু সংসদ, সবচেয়ে বেশি আসন পেয়েও অনিশ্চয়তায় নেতানিয়াহু



ইজরায়েল : প্রায় দু'দিনের ভোটগণনা শেষে ইজরায়েলে স্পষ্ট হয়েছে ত্রিশঙ্কু সংসদের ছবি। সবচেয়ে বেশি আসন পেয়েছে প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহুর দল লিকুদ। নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বীর তুলনায় ছ'টি আসন বেশি পেলেও সরকার গঠনের মতো সংখ্যাগরিষ্ঠতা থেকে অনেক দূরে তাঁর জোট। ফলে ফের প্রধানমন্ত্রীর কুর্সিতে বসতে হলে বিরোধী শিবিরের দল ভাঙানো কিংবা নতুন সমীকরণ তৈরির পথে হাঁটতে হতে পারে নেতানিয়াহুকে।

ইজরায়েলের ১২০ আসনের কেনেসেটে সরকার গড়তে প্রয়োজন অন্তত ৬১টি আসন। সেখানে নেতানিয়াহুর জোট পেয়েছে ৫৩টি আসন। বিরোধী জোটের ঝুলিতে রয়েছে ৪৮টি আসন। অন্যদিকে, রাম ও জয়েন্ট লিস্ট-সহ আরব দলগুলির দখলে গিয়েছে ১৯টি আসন। অর্থাৎ কোনও পক্ষই এককভাবে সরকার গড়ার মতো জায়গায় নেই। আগামী ৪ নভেম্বর চূড়ান্ত ফলাফল ইজরায়েলের প্রেসিডেন্ট আইজ্যাক হেরজোগের হাতে তুলে দেবে কেন্দ্রীয় নির্বাচন কমিটি। এরপর ১০ নভেম্বর নতুন সরকারের শপথের কথা রয়েছে।

এই পরিস্থিতিতে সরকার গঠনের অঙ্ক মেলাতে সক্রিয় হয়েছেন নেতানিয়াহু। ইহুদি জাতীয়তাবাদী আবেগকে সামনে রেখে তিনি স্পষ্ট বার্তা দিয়েছেন, ক্ষমতায় যাওয়ার জন্য কোনও দল যেন আরব দলগুলির সঙ্গে হাত না মেলায়। তাঁর দাবি, এমন সমঝোতা দেশের জাতীয় নিরাপত্তার পক্ষে বিপজ্জনক হতে পারে। পাশাপাশি বিভিন্ন ইহুদি দলের সঙ্গে আলোচনা চালাচ্ছেন তিনি। রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের একাংশের মতে, এই কৌশল কাজে এলে বিরোধী জোটের কয়েকটি দলকে নিজের দিকে টেনে নিয়ে সংখ্যাগরিষ্ঠতার কাছাকাছি পৌঁছতে পারেন নেতানিয়াহু। বিরোধী শিবিরের নেতা গাদি আইজেনকোটের জোট থেকে দল বেরিয়ে এলে তাঁর সরকার গঠনের পথ সহজ হতে পারে।

নির্বাচনের আগে আরব দলগুলিকে সম্ভাব্য 'কিংমেকার' বলে মনে করা হচ্ছিল। ইজরায়েলের জনসংখ্যার প্রায় ২০ শতাংশ প্যালেস্তিনীয় আরব নাগরিকের প্রতিনিধিত্ব করে এই দলগুলি। কিন্তু আইজেনকোটও আরব দলগুলির সঙ্গে সরাসরি জোটে যেতে অনিচ্ছা প্রকাশ করেছেন।

যদিও জোটের বাইরে থেকে তাদের সমর্থন নেওয়ার সম্ভাবনা পুরোপুরি উড়িয়ে দেওয়া হয়নি। ফলে আরব দলগুলির ১৯টি আসন সরকার গঠনের চূড়ান্ত সমীকরণে কতটা প্রভাব ফেলবে, তা নিয়ে অনিশ্চয়তা রয়েছে।

পিছিয়ে গেল তৃণমূলের প্রতীক মামলার শুনানি

পুরভোট অস্থায়ী প্রতীকেই লড়তে হবে মমতা-ঋতব্রতদের ?



কলকাতা : জোড়াফুল তুমি কার? এই প্রশ্নের সমাধানে আজ তৃণমূলের দু'পক্ষকে শুনানির জন্য তলব করেছিল নির্বাচন কমিশন। তার মধ্যেই সুপ্রিম কোর্টের হস্তক্ষেপে গোটা প্রক্রিয়া এখন কিছু দিনের জন্য অনিশ্চয়তার মুখে। কবে ফের কমিশন ডাকবে সেই অপেক্ষায় দু'পক্ষই। তবে আপাতত শুনানি হচ্ছে না বলে মমতা তৃণমূল ও গণতান্ত্রিক তৃণমূলকে কমিশন জানিয়ে দিয়েছে বলে সূত্রের খবর।

হাওড়া ও কলকাতা পুরসভা ভোটের আগে জোড়া ফুল বিতর্কের অবসান হয়ে যাবে বলে মনে করা হয়েছিল। কিন্তু আপাতত গোটা প্রক্রিয়ায় জল ঢেলে দিয়েছে দেশের সর্বোচ্চ আদালত। কমিশনে নথি জমা দেওয়ার জন্য মমতা তৃণমূলকে ২০ দিন ও ঋতব্রতপন্থী তৃণমূলকে ১০ দিন সময় দিয়েছে। ফলে আজ দু'পক্ষকে মুখোমুখি শুনানির যে সিদ্ধান্ত নিয়েছিল কমিশন তা আপাতত হচ্ছে না।

এই প্রসঙ্গে মমতা তৃণমূলের আইনজীবী সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় জানান, 'এখন শুনানি হচ্ছে না। সমস্ত নথি জমা দেওয়ার পর ফের দিনক্ষণ জানাবে কমিশন।' অন্যদিকে, গণতান্ত্রিক তৃণমূলের বিধায়কদের একটি দল দিল্লি যাচ্ছে বলে সূত্রের খবর। নথি জমা দিতে বাধা দেওয়া হচ্ছে, এই মর্মে তাঁরা কমিশনের কছে নালিশ জানাতে পারেন বলে খবর।

এই মুহূর্তে যা পরিস্থিতি তাতে হাওড়া এবং কলকাতা পুরসভার ভোটের আগে তৃণমূলের প্রতীক বিতর্কের সমাধান হওয়া বেশ কঠিন।

গণতন্ত্রের মানচিত্রে উত্তর-পূর্ব কি এখনও প্রান্তিক?

দিল্লিতে গণতন্ত্র রক্ষার আন্দোলন জাতীয় রাজনীতির কেন্দ্রে জায়গা পায়। অথচ মণিপুরের দীর্ঘ সংঘাত, নাগাল্যান্ডে নিরাপত্তা বাহিনীর গুলিতে সাধারণ মানুষের মৃত্যু কিংবা সিকিমের বিপর্যয়ের বিচার; উত্তর-পূর্বের এই প্রশ্নগুলি কেন একই গুরুত্ব পায় না?

ভারতীয় গণতন্ত্রের সবচেয়ে বড় শক্তি তার বৈচিত্র্য। কিন্তু সেই বৈচিত্র্যের মধ্যেই একটি অস্বস্তিকর প্রশ্ন ক্রমশ সামনে আসছে;দেশের সব অঞ্চলের মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকার, নিরাপত্তা ও রাজনৈতিক উদ্বেগ কি সমান গুরুত্ব পায়? নাকি দিল্লির ক্ষমতার অলিন্দ থেকে যত দূরে যাওয়া যায়, নাগরিকের কণ্ঠস্বর ততই ক্ষীণ হয়ে আসে?

দিল্লির রাজপথে যখন নির্বাচন কমিশনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ হয়, যখন মুখ্য নির্বাচন কমিশনারের পদত্যাগের দাবিতে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের মানুষ একজোট হন, তখন সেই আন্দোলন জাতীয় সংবাদমাধ্যমের প্রধান আলোচ্য হয়ে ওঠে। মেট্রো পরিষেবা বন্ধ, পুলিশের সঙ্গে প্রতিবাদীদের সংঘাত, আটক ও গ্রেফতার;সবই রাজনৈতিক বিতর্কের কেন্দ্রে চলে আসে। গণতন্ত্রের প্রশ্নে এই প্রতিবাদ গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু একই সময়ে দেশের উত্তর-পূর্বে যে দীর্ঘস্থায়ী সংকট চলছে, তার জন্য জাতীয় রাজনীতিতে সমান তীব্রতা দেখা যায় কি?

এই প্রশ্ন কোনও একটি রাজনৈতিক দলের বিরুদ্ধে নয়। বরং এটি ভারতীয় গণতন্ত্রের কাঠামো, অগ্রাধিকার এবং দায়বদ্ধতা নিয়ে। মণিপুরের দিকে তাকালেই এই বৈপরীত্য স্পষ্ট হয়। ২০২৩ সালের



মে মাসে শুরু হওয়া জাতিগত সংঘাতের সাড়ে তিন বছর পেরিয়েও রাজ্যে স্থায়ী শান্তি ফেরেনি। হাজার হাজার মানুষ বাস্তুচ্যুত হয়েছেন, বহু পরিবার এখনও স্বাভাবিক জীবনে ফিরতে পারেনি। নিরাপত্তা, পুনর্বাসন, আস্থা ফেরানো এবং রাজনৈতিক সমাধান; প্রতিটি ক্ষেত্রেই প্রশ্ন রয়ে গিয়েছে।

সংঘাতের শুরুতে মেইতেই ও কুকি সম্প্রদায়ের মধ্যে যে বিভাজন তৈরি হয়েছিল, তা সময়ের সঙ্গে আরও জটিল হয়েছে। নাগা সম্প্রদায়ের মধ্যেও উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ার আশঙ্কা পরিস্থিতিকে নতুন মাত্রা দিয়েছে। অর্থাৎ সংকটের পরিধি কমার বদলে আরও বিস্তৃত হওয়ার উদ্বেগ তৈরি হয়েছে।

এই সময়ের মধ্যে প্রতিবাদ হয়নি, এমন নয়। ইম্ফল থেকে উখরুল, এমনকি দিল্লিতেও বিভিন্ন সংগঠন ও নাগরিক সমাজের প্রতিনিধিরা নিজেদের দাবি তুলে ধরেছেন। কিন্তু জাতীয় রাজনৈতিক আলোচনায় মণিপুরের জায়গা ক্রমশ সীমিত হয়েছে। নির্বাচন সামনে এলেই রাজ্যটি আবার রাজনৈতিক প্রচারের বিষয় হয়ে উঠবে, কিন্তু তার আগে মানুষের নিরাপত্তা ও স্থায়ী শান্তির প্রশ্নে কতটা ধারাবাহিক চাপ তৈরি হয়েছে?

এখানেই গণতন্ত্রের একটি মৌলিক পরীক্ষা। কোনও রাজ্যের সংকট কত দিন ধরে চলছে, তার ভিত্তিতে কি কেন্দ্রীয় সরকারের দায় কমে যায়? একটি রাজ্যের মানুষ দীর্ঘদিন অশান্তির মধ্যে থাকলে সেটি কি ধীরে ধীরে জাতীয় বিবেকের কাছে স্বাভাবিক ঘটনা হয়ে ওঠে?

মণিপুরের প্রশাসনিক ও রাজনৈতিক নেতৃত্বের মধ্যেও সমন্বয়ের প্রশ্ন উঠেছে। দুই উপমুখ্যমন্ত্রীর মধ্যে দূরত্ব ও মতবিরোধের খবর সামনে এসেছে। অথচ এই পরিস্থিতিতে কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের ভূমিকা হওয়া উচিত রাজনৈতিক বিভাজন কমিয়ে একটি কার্যকর সমাধানের পথ তৈরি করা। রাজ্যের মানুষের কাছে এখন দলীয় শক্তির প্রদর্শনের চেয়ে অনেক বেশি জরুরি নিরাপত্তা ও স্বাভাবিক জীবনে ফেরার নিশ্চয়তা।

বিপর্যয় ঘটে, তদন্ত হয়, কিন্তু জবাবদিহি কোথায়?

উত্তর-পূর্বের গণতান্ত্রিক অভিজ্ঞতা শুধু সংঘাতের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। সিকিমের ২০২৩ সালের অক্টোবরের হিমবাহ-উদ্ভূত বন্যা তার আরেকটি উদাহরণ। ভয়াবহ ওই বিপর্যয়ে প্রায় ২০০ মানুষের মৃত্যু হয়েছিল। বাঁধ নির্মাণের মান, প্রকল্প বাস্তবায়নে অনিয়ম এবং দীর্ঘদিনের দুর্নীতির অভিযোগ নিয়ে অনুসন্ধানী প্রতিবেদনও প্রকাশিত হয়েছিল।

কিন্তু বিপর্যয়ের পর দায় নির্ধারণ ও জবাবদিহির প্রশ্ন কত দূর এগিয়েছে? তিন বছর পরেও কাউকে অভিযুক্ত করা হয়নি বলে অভিযোগ উঠছে। এত বড় বিপর্যয়ের পরও যদি দায় নির্ধারণের প্রক্রিয়া দৃশ্যমান না হয়, তবে সাধারণ মানুষ প্রশাসনের উপর আস্থা রাখবেন কীভাবে?

নাগাল্যান্ডের মন জেলায় ২০২১ সালের ঘটনা আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন সামনে আনে। নিরাপত্তা বাহিনীর গুলিতে সাধারণ শ্রমিকদের মৃত্যু হয়েছিল। ভুল পরিচয়ের ভিত্তিতে অভিযান চালানোর কথা সামনে এসেছিল। আফস্পার মতো আইনের আওতায় নিরাপত্তা বাহিনীর ক্ষমতা ও দায়বদ্ধতা নিয়ে দীর্ঘদিন ধরে বিতর্ক রয়েছে। কিন্তু এই বিতর্কের কেন্দ্রে যাঁদের জীবন, তাঁদের অভিজ্ঞতা জাতীয় রাজনীতিতে কতটা প্রতিফলিত হয়?

উত্তর-পূর্বের মানুষের কাছে গণতন্ত্র মানে শুধু পাঁচ বছর অন্তর ভোট দেওয়া নয়। এর অর্থ নিরাপত্তা বাহিনীর অভিযানে নাগরিকের সুরক্ষা, প্রশাসনিক সিদ্ধান্তের স্বচ্ছতা, বিপর্যয়ের পর দায় নির্ধারণ এবং রাজনৈতিক নেতৃত্বের কাছে জবাব চাওয়ার অধিকার।

এক দেশের মধ্যে রাজনৈতিক অগ্রাধিকারের ভিন্ন মানচিত্র

আরেকটি বিষয়ও গুরুত্বপূর্ণ। উত্তর-পূর্বের রাজনৈতিক উদ্বেগকে অনেক সময় দিল্লির রাজনৈতিক বয়ানের মধ্যে ফেলে বিচার করা হয়। অথচ এই অঞ্চলের সামাজিক ও জনবিন্যাসগত বাস্তবতা আলাদা।

ভোটার তালিকার বিশেষ নিবিড় সংশোধন বা এসআইআর নিয়ে দেশের বিভিন্ন অংশে প্রতিবাদ হচ্ছে। কিন্তু উত্তর-পূর্বের কিছু রাজ্যে অবৈধ অনুপ্রবেশ, নাগরিকত্ব এবং জনবিন্যাসের পরিবর্তন নিয়ে দীর্ঘদিনের উদ্বেগের কারণে ভোটার তালিকা সংশোধনের পক্ষে সমর্থনও রয়েছে। সিকিমে এসআইআর-এর পর ভোটার তালিকায় ১১.২ শতাংশ হ্রাসের কথা প্রকাশ্যে এসেছে। তা সত্ত্বেও সেখানে দিল্লির মতো প্রতিবাদ দেখা যায়নি।

এর অর্থ এই নয় যে এসআইআর-এর প্রক্রিয়ায় কোনও সমস্যা নেই। প্রকৃত ভোটারের নাম বাদ পড়া, নথিপত্রের জটিলতা এবং স্বচ্ছতার প্রশ্ন অবশ্যই গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু উত্তর-পূর্বের মানুষের উদ্বেগকে না বুঝে জাতীয় স্তরের রাজনৈতিক অবস্থানের সঙ্গে এক করে দেখাও বাস্তবতাকে অস্বীকার করা।

সিএএ-বিরোধী আন্দোলনের সময়ও এই সমস্যা দেখা গিয়েছিল। উত্তর-পূর্বের বহু মানুষের আপত্তি ছিল নাগরিকত্ব সংশোধনী আইন নিয়ে। অন্যদিকে এনআরসি-র দাবি এই অঞ্চলের একাধিক রাজ্যে দীর্ঘদিনের রাজনৈতিক ও সামাজিক আলোচনার অংশ। দুটি বিষয়কে এক করে দেখলে উত্তর-পূর্বের নিজস্ব অবস্থান বোঝা যায় না।

মণিপুরে জনগণনার আগে এনআরসি করার দাবি, সিকিম ও মেঘালয়ে অভ্যন্তরীণ পারমিট ব্যবস্থার দাবি;এসবই স্থানীয় উদ্বেগের বহিঃপ্রকাশ।





প্রকাশক : কেআরসি ফাউন্ডেশন, বাড়ি নং ১৫, ওল্ড কালীবাড়ি রোড, মালুগ্রাম, শিলচর, অসম—৭৮৮০০২।
প্রধান সম্পাদক : বিশ্বদীপ গুপ্ত। ফোন: ৮৭২১৮৩৮৩১৩। ই-মেল: krctimes@gmail.com। ওয়েবসাইট: www.krctimes.com।

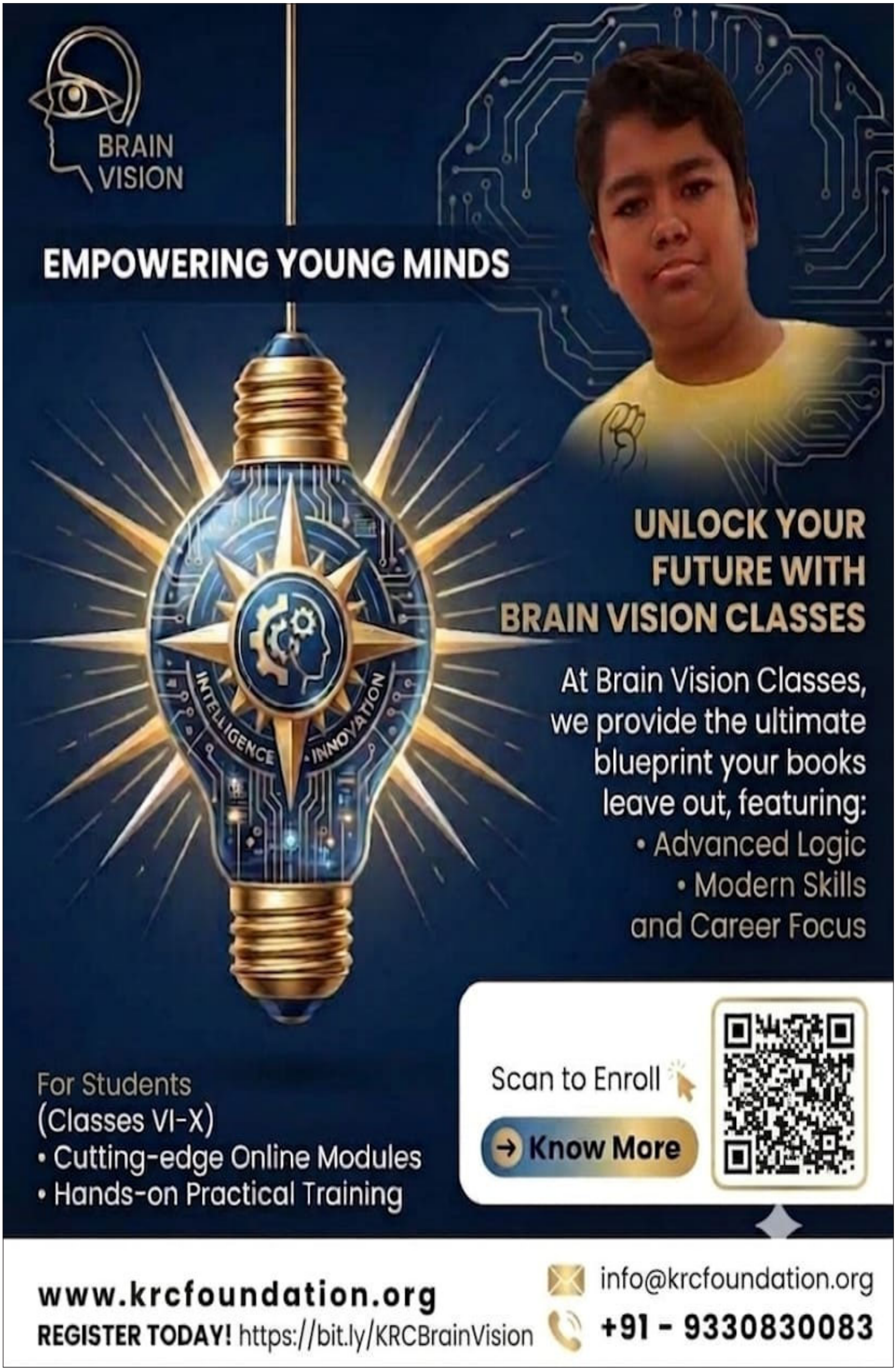
BRAIN VISION
EMPOWERING YOUNG MINDS
UNLOCK YOUR FUTURE WITH BRAIN VISION CLASSES
At Brain Vision Classes, we provide the ultimate blueprint your books leave out, featuring:
• Advanced Logic
• Modern Skills and Career Focus
INTELLIGENCE
INNOVATION
For Students
(Classes VI-X)
• Cutting-edge Online Modules
• Hands-on Practical Training
Scan to Enroll
→ Know More
www.krcfoundation.org
REGISTER TODAY! https://bit.ly/KRCBrainVision
info@krcfoundation.org
+91 - 9330830083

KRC FOUNDATION

কেআরসি টাইমস ই-কপি

দৈনিক উত্তর-পূর্ব সংস্করণ

কেআরসি টাইমস
স্টে এনরিচড

আমাদের সম্পর্কে

কেআরসি টাইমস হল কেআরসি ফাউন্ডেশনের একটি সাংবাদিকতামূলক উদ্যোগ, যেখানে আমরা আমাদের মূল দর্শন 'যোগাযোগহীনদের সংযুক্ত করা' অনুসরণ করি। আমরা না-বলা এবং না-শোনা গল্পগুলিকে সকলের সামনে তুলে ধরি, যার লক্ষ্য হল প্রান্তিক মানুষের কাছে পৌঁছানো।

কেআরসি টাইমস ই-কপি

উত্তর-পূর্ব ভারত সংস্করণ

- প্রতিদিন সন্ধ্যায় ৫ পৃষ্ঠার ই-কপি প্রকাশিত হয়
- প্রথম পাতা, সম্পদকীয়, আঞ্চলিক, জাতীয় ও ৫ই/বিজ্ঞাপন
- ৩৬৫ দিনের জন্য মাত্র ৩০০ টাকায় সাবস্ক্রাইব করুন

কেন ই-পেপার?

প্রতিদিন সন্ধ্যার মধ্যে দ্রুত পড়ে নেওয়া যায় এমন দিনের সেরা খবর, তথ্য ও বিশ্লেষণ পান

স্বচ্ছ সাংবাদিকতা

কেআরসি টাইমস ই-কপি হল নিরপেক্ষ খবর এবং তথ্য প্রদানের একটি আন্তরিক প্রচেষ্টা

কার জন্য?

ছাত্রছাত্রী, যুবসমাজ, উদ্যোক্তা, অভিভাবক এবং পেশাদার...

আপনার কপি পেতে আপনার নাম্বার পাঠান
WhatsApp: 8721838313
e-mail: krctimes@gmail.com

নলেজ রিসোর্স সেন্টার ফাউন্ডেশন
KNOWLEDGE RESOURCE CENTRE FOUNDATION

যোগাযোগ করুন
+91-8721838313

www.krctimes.com/bangla

https://bit.ly/whykrctimes

KRC TIMES
STAY ENRICHED

GROW YOUR BRAND WITH US!



KRC TIMES

Our media platform can help elevate your brand's reach and build awareness to a niche market and cover the last miles that align with your business goals and purposes.



OUR PLATFORMS:

Website	YouTube	Social Media
Magazine	E-Copy	Events

For more information, please contact us at:

www.krctimes.com info@krcfoundation.org

DOWNLOAD ADVERTISEMENT RATE CARD
https://bit.ly/krctimesratecard